কেন্দ্রের প্রতিবাদে ঔষধ ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঔষধ দোকানগুলিতে প্রতীকি ধর্মঘট পালিত হল মঙ্গলবার। এদিন জেলার খুচরো ও পাইকারি ঔষধ দোকানগুলিতে সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক মাধব পাত্র জানিয়েছেন, এই জেলায় ২৩০০ ঔষধ দোকান এদিন ধর্মঘটে সামিল হয়। এনিয়ে কোথাও কোনও অভিযোগ বা অসুবিধার খবর মেলেনি। তিনি বলেন, কেন্দ্রের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রোগীদের অসুবিধে না করে এদিন প্রতীকি ধর্মঘট করলাম, আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলন করে জেলার সব ঔষধ দোকানে লাগাতার ধর্মঘট করা হবে। এদিন ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, মেদিনীপুর শহর, খড়গপুর শহর, বেলদা, সবং, পিংলা, দাঁতন প্রায় সর্বত্র সকাল ৬টা থেকে ধর্মঘট শুরু হয়। কোথাও কোথাও সংগঠনের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের সমর্থনে ব্যানার পোস্টার লিফলেট প্রচার করা হয়। সংগঠনের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে নানা অনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সারা দেশে এদিন ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘট পালিত হলেও এই রাজ্যের মানুষের কথা ভেবে সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ঔষধ দোকানগুলিতে প্রতীকি ধর্মঘট পালিত হয়।

২ লক্ষ ৪৫ হাজার গায়েব

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ এক অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মীর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা লোপাট করে দিল প্রতারকেরা। রবিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মহিষাদলের রামবাগের বাসিন্দা নীলকান্ত অধিকারী। জানা গেছে, সদ্য কলকাতার আবহাওয়া দফতর থেকে অবসর নিয়েছেন নীলকান্তবাবু। রবিবার এসবিআই-এর এটিএম থেকে দুই দপায় ৪০ হাজার টাকা তোলেন নীলকান্ত অধিকারী। জানা গেছে এটিএমে টাকা তুলতে আসা এক অপরিচিত ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে টাকা তোলেন এই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মী। টাকা তোলার পরে এটিএম কার্ড নীলকান্তবাবুকে ফেরৎ দিয়ে দেয় সেই ব্যক্তি। নীলকান্ত অধিকারী জানিয়েছেন, বাড়ি ফেরার পরেই তাঁর মোবাইলে একের পর এক টাকা তোলার ম্যাসেজ আসতে থাকে। নীলকান্ত অধিকারীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দফায় তাঁর এ্যাকাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়। এই বিষয়ে রাতেই মহিষাদল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এই অবসরপ্রাপ্ত আবহাওয়া দফতরের সরকারী কর্মী।

চন্দ্রকোনার গোঁসাই বাজারে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ আগুনে ভস্মীভূত হল একটি কাঁচা বাড়ি, ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা টাউন থানার গোঁসাই বাজার এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ ঐ এলাকার বাসিন্দা গোপাল আশ এর বাড়িতে আগুন লেগে যায়। মুহুর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহরূপ নেয় এবং ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার লোকেরা দেখতে পেয়ে খবর দেয় পুলিশ ও দমকলবাহিনীতে। স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ১টি ইঞ্জিন। প্রায় ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু বাড়ির ভেতরে থাকা সকল জিনিসপত্র পুড়ে ছাঁই হয়ে যায়। এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। তবে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে গোপালবাবু জানিয়েছেন। বাড়িটি কাঁচা বাড়ি ছিল যার ছাদ ছিল টিনের। দমকলবাহিনীর অনুমান ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে।

আলংগিরিতে শ্রমিক সংগঠনের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ এগরা ১ নং ব্লকের জেড়থান গ্রাম পঞ্চায়েতের আলংগিরি হাইস্কুলে আলংগিরি তৃণমূল পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার এই আলংগিরি তৃণমূল পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের আলংগিরি শাখার বাস, ট্রেকার ও লেবার সহ অন্যান্য পরিবহণকর্মীদের নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমা আইএনটিইউসির সভাপতি চন্দ্রশেখর রায় বলেন, যে এই আলংগিরি শাখার তৃণমূল পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল দীর্ঘ দিন ধরে। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের একই ছাতার তলায় থাকতে হবে। পরিবহণে যুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হবে। শ্রমিকদের আরও জানান, সমস্যা রয়েছে। আলংগিরি শাখার সম্পাদক নন্দন রাউল বলেন যে, আলংগিরি স্ট্যান্ডে মেশিন ভ্যান থাকার কারণে গাড়ি দাঁড় করাতে সমস্যা হয়। এরফলে রাস্তার উপর প্রচন্ড যানজটের সৃষ্টি হয়। নাজেহাল হয় নিত্যযাত্রীসহ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। আলংগিরি শাখার তৃণমূল পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বিশ্বজিৎ গায়েন বলেন, পরিবহণ ইউনিয়নের কর্মচারীদের ভিন্ন ভিন্ন মতামতের জন্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কর্মচারীরা। জেলার যুব তৃণমূল সহ সভাপতি উত্তম বারিক বলেন যে, আলংগিরিতে আইএনটিটিইউসির ব্যানারে শ্রমিক ইউনিয়ন করা হয়েছে। এই ইউনিয়নের চলার পথে বহু সমস্যা রয়েছে। অবিলম্বে এই ইউনিয়ন রেজিস্টেশন করা হবে। মমতার সরকার শ্রমিকের স্বার্থে নানাভাবে কাজ করছে বাংলায়। ঐক্যবদ্ধ থাকলে শ্রমিকরা ন্যায্য অধিকার পাবে। তিনি আরও বলেন যে, লোডিং-আনলোডিং শ্রমিক যারা রয়েছে তারা যদি অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে থাকে, তাঁরাও এই তৃণমূল শ্রমিক পরিবহণ ইউনিয়নে নাম নথিভুক্ত করতে পারে। প্রত্যেকের জন্য এই ইউনিয়নের দরজা খোলা রয়েছে। এই সভায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ট্রেকার্স এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানস হাজরা উপস্থিত ছিলেন।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালতোড় ঃ পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থল গোয়ালতোড় থানার পাটাশোল গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে সারেঙ্গার দিক থেকে আসা একটি সুইফ্ট ডিজায়ার গাড়ি পাটাশোলেরই বাসিন্দা ফটিক মাহাতকে (৫০) ধাক্কা মারে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহতকে কেওয়াকোল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে সেখান থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ঘন্টা খানেক চিকিৎসা হওয়ার পরই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। এদিকে ঘাতক গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। গাড়িটিকে উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর করে ও পথ অবরোধ শুরু করে। পরে গোয়ালতোড় থানার পুলিশ গিয়ে উত্তেজিত জনতার সঙ্গে কথা বলে পথ অবরোধ তুলে দেয় এবং ঘাতক গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘাতক গাড়ির চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। গ্রামের পরিবেশ থমথমে থাকায় সেখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।

মেধাবী, গরীবদের পড়াবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ

মানবিক সিদ্ধান্ত ভারতীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মাধ্যমিকে যারা ৭০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে অথচ পরিবারের মাসিক আয় ৩০০০ টাকা বা তারও কম তাদের উচ্চশিক্ষার সমস্ত দায়ভার বহন করবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। এই সুযোগ পেতে জেলার প্রতিটি থানার অন্তর্গত এলাকার ছাত্রছাত্রীরাই প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাতে পারবে। এই মর্মে জেলার প্রতিটি আইসি ও ওসিকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ কথা জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ। পুলিশ সুপারের কাছে সাহায্য পেয়েছে এমন একজন হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের কুঁয়াপুর অঞ্চলের রাইল্যা গ্রামের অর্পিতা হাজরা। অভাবের সংসারে থেকেও এবার ৮১ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। বাবা অমিত হাজরা বছর পাঁচেক আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। তাঁর ডান পা অকেজো। সম্বল বলতে ৫ কাঠা জমি। সামান্য চাষের উপর ভরসা করেই চলে ৪ জনের সংসার। কষ্ট করে সংসার চালিয়ে দুই মেয়েকে পড়ানো তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। তাই পুলিশ প্রশাসন সাহায্য না করলে আগামীদিনে মেয়ের পড়াশোনাকে আদৌও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করেছেন অমিতবাবু। অন্য এক মেধাবী পড়ুয়া কেশপুরের মাজুরহাটির অভিজিৎ খান। প্রবল দারিদ্রকে হার মানিয়ে এবার মাধ্যমিকে ৭১ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। বাবা এক চোখে দেখতে না পাওয়ায় রোজ দিনমজুরি করতে পারেন না। তাই মা স্থানীয় একটি স্কুলে মিড ডে মিলে রান্নার কাজ করেন। পরিস্থিতির চাপে এই কৃতি ছাত্রেরও পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষের আশ্বাস পেয়ে খুশি সেও। পুলিশের এমন মানবিকতা তাদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত জানিয়েছে কৃতি ছাত্রছাত্রীরাই।

যমজের সাফল্যে গর্বিত এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ জঙ্গল মহলের প্রত্যন্ত গ্রাম উখলা। গড়বেতা ২ নং ব্লকের ৯ নং পিয়াশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উখলা। যেখানে নেই কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেই গ্রামেরই যমজ দুই বোন প্রীতি এবং প্রীয়া এই বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে গ্রামের সকলের নজর কেড়েছে। দুই বোনই পড়ত আখছড়া দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠে। প্রীয়ার প্রাপ্ত নং ৪৫২ এবং প্রীতির প্রাপ্ত নং ৪১৬। যদিও প্রাপ্ত নম্বরের দিক থেকে খুব একটা বেশী নয় কিন্তু সকলের নজর কেড়েছে যমজ দুই বোন এই জন্যই যে, প্রত্যন্ত গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় অনেকেই পড়াশোনাই ছেড়ে দিচ্ছে সেখানে এরা প্রতিদিন প্রায় ৮ কিমি সাইকেল চালিয়ে বিদ্যালয়ে যায়। বাবা মুকুন্দরাম দে পেশায় কৃষিজীবি। বিঘা চারেক জমির উপর নির্ভর করেই চলে সংসার। তাই সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরাই এর মতো অবস্থা। সেই পরিবারের দুই যমজ কন্যা মাধ্যমিকে সফল হওয়াতে খুশি গ্রামবাসী, পরিবারসহ গৃহ শিক্ষক সকলেই। মুকুন্দবাবু বলেন, আমার আশা ছিল আরো ভালো করে কয়েকটা টিউশান দেওয়ার। কিন্তু আর্থিক কারণে তা হয়ে উঠেনি। তবে তার দুই কন্যারই যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ গভীর তা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন। মা কেয়া দে বলেন, যত কষ্টই হোক ওদের পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু বাবা মায়ের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে দুই বোনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা বিজ্ঞান বিভাগে না পড়ে কলা বিভাগেই পড়াশোনা করবে। যাতে খরচের চাপে মাঝখানে পড়াশোনা বন্ধ না হয়ে যায়। পরীক্ষার এই সাফল্যের রেসিপি কি জানতে চাওয়া হলে দুই বোনেই বলে যে তারা দুটি টিউশান নিয়েছিল, অঙ্ক এবং ইংরেজীর। এছাড়া নিয়মিত চারঘন্টা করে পড়াশোনা করে। ইংরেজীর গৃহ শিক্ষক অর্দ্ধেন্দু দে বলেন, পড়াশোনার দিকে কোনো সময় অমনযোগী ছিল না। পড়াশোনার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল। এছাড়াও এরা আরো সকলের কাছে প্রীয়া ও প্রীতি হয়ে উঠেছিল তাদের সুন্দর ব্যবহারের জন্যই। আখছড়া দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার মন্ডল বলেন, আমরা খুশি এই রকম একটি পরিবারের দুই মেয়ে একসঙ্গে জীবনের একটা বড়ো পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারায়। আমাদের শুভেচ্ছা সবসময়ের জন্যই রইলো ওদের প্রতি। একসঙ্গে বেড়ে ওঠা, থাকা, খাওয়া, পড়াশোনা এবং একই সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেও দুই বোনের ইচ্ছা কিন্তু আলাদা আলাদা। প্রীতির ইচ্ছা বড়ো হয়ে নার্স হয়ে মানুষের সেবা করা আর প্রীয়ার ইচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কিন্তু ইচ্ছা হলেই তো আর হওয়া যায় না। তার জন্য চাই আর্থিক সংস্থান। যা তাদের বাবা মায়ের নেই।

তাই প্রীতি বলে যে, আমাদের এই ইচ্ছা হয়তো মনেই থেকে যাবে, বাস্তবে হবে না। কারণ আমাদের এই ইচ্ছা পূরণের সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় টাকা। তবে সরকার যদি আমাদের মতো এই গরীব মেয়েদের কিছু সাহায্য করেন, তবে অবশ্যই আমাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবো। প্রীতি আর প্রিয়ার আবার গল্প উপন্যাসের প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছে পথের পাঁচালি, আরণ্যক ইত্যাদি।

ময়নায় লক্ষীনারায়ণের অন্নভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না থানার অন্তর্গত মগরা গ্রামে অবস্থিত মগরা শ্রীশ্রী লক্ষীনারায়ণ ক্লাবের উদ্যোগে লক্ষীনারায়ণ পুজো উপলক্ষ্যে পাঁচ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সম্পাদক অর্জুন মন্ডল জানান, পুজো উপলক্ষ্যে পাঁচদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা, কীর্তন গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মঙ্গলবার এই পুজো উপলক্ষ্যে প্রায় ৫ হাজার ভক্তকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তিনি আরও বলেন, পুজো ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময় রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির প্রভৃতি আয়োজন করে থাকি।